বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
আপীল বিভাগ, ঢাকা
www.supremecourt.gov.bd

তারিখঃ ১৩ এপ্রিল ২০২৬খ্রি.
৩০ চৈত্র ১৪৩২বঙ্গাব্দ

শোকবার্তা

সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের প্রবীণ আইনজীবী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ গতকাল ১২ এপ্রিল ২০২৬ খ্রি. রোজ রবিবার আনুমানিক বিকাল ৫:৪৫ ঘটিকায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি দীর্ঘদিন শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। তিনি দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

সাবেক আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ১৯৩৭ সালে কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬৭ সালে লন্ডনের কিংস কলেজ থেকে এলএলএম ও লিংকনস ইন থেকে বার-অ্যাট-ল ডিগ্রি লাভ করেন। ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ২০০৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের টেকনোক্রেট মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালে হাইকোর্টের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন এবং ১৯৮৯ সালে আপীল বিভাগের সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে নথিভুক্ত হন। পরবর্তীতে ১৯৯৯ থেকে ২০০০ এবং ২০০৮ থেকে ২০০৯ সাল দুই মেয়াদে সুপ্রীম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এছাড়াও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। কর্মজীবনের শুরুতে ১৯৬৯ থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগে খণ্ডকালীন অধ্যাপক ছিলেন। পরবর্তীতে ১৯৭৩ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত সিটি ল' কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

সাবেক আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার শফিক আহমেদের প্রথম জানাজা আজ বেলা ১১ ঘটিকায় রাজধানীর ইন্দিরা রোডস্থ খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হবে এবং সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য সোমবার বেলা তিনটার দিকে তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। পরে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।